সমকাল

তারিখ ....27 AUG 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

স্বপ্ন দেখান স্বপন স্যার

মহম্মদপুর উপজেলা সদরের আরএসকেএইচ ইনস্টিটিউশনে ক্লাস নিচ্ছেন

শনিবারের বিশেষ

■ সাব্বির নেওয়াজ, *ঢাকা* ও অলোক বোস, *মাগুরা*

স্বপ্ন দেখান তিনি– স্বপ্ন দেখান মানুষ হওয়ার, বড় হওয়ার। কেননা তার নিজেরও তো স্বপ্ন আছে। সেই কবে, এইচএসসি পাস করে ১৯৭৯ সালে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন রংপুর মেডিকেল কলেজে। এলাকায় খবর ছড়িয়ে পড়েছিল– স্বপন কুমার চক্রবর্তী মেডিকেল কলেজে চান্স পেয়েছেন। বাড়ি ফিরলে তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তার স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবদুল হাই মিঞা। দেখা করতে গেলে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে হাই স্যার বলেছিলেন তাকে, 'স্বপন তুই স্কুল থেকে চলে গেলে আমার স্কুলটা অচল হয়ে যাবে।' হাই স্যারের প্রিয় স্কুলটা অচল হয়ে যাবে? তাই স্যার তাকে ডাকছেন? রংপুর মেডিকেল কলেজে আর ফিরে যাননি স্বপন কুমার। স্যারের স্বপ্ন পূরণ করতে, এলাকায় শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে স্কুলের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সেই থেকে এ স্কুলই তার স্বপ্ন, এর শিক্ষার্থীদের ঘিরেই তার যত স্বপ্ন। ৩৬ বছর ধরে শিক্ষকতা করছেন তিনি মাগুরা জেলার মহম্মদপুর উপজেলা সদরের আরএসকেএইচ (রাজা সীতারাম রায়-কাজেমউদ্দীন-হাসানউদ্দীন) ইনস্টিটিউশনে। এই ৩৬ বছরে একদিনের জন্যও বিদ্যালয় থেকে কোনো ছুটি নেননি তিনি। শিক্ষার্থীদের কাছে তিনি প্রিয় স্বপন স্যার। শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার মানুষ।

উপজেলা সদরের পূর্বনারায়ণপুর গ্রামের বাসিন্দা শিবনাথ চক্রবর্তীর ছেলে স্বপন কুমার চক্রবর্তী। প্রথম জীবনে ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

স্বপ্ন দেখান স্বপন স্যার

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

তিনি চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাই পড়াশোনা করেছিলেন বিজ্ঞান বিভাগে। এই শিক্ষা তার শিক্ষকতা জীবনেও কাজে লেগেছে। শিক্ষার্থীদের কাছে তিনি গণিত ও বিজ্ঞানের মেধাবী শিক্ষক– প্রিয় শিক্ষকের অনুরোধের মর্যাদা দিতে যিনি ডাক্তারি পড়া বাদ দিয়ে যোগ দিয়েছেন শিক্ষকতায়। মহম্মদপুর উপজেলা সদরে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ের ঐতিহ্যবাহী আরএসকেএইচ ইনস্টিটিউশনে সহকারী শিক্ষক হিসেবে পাঠদান শুরু করেন তিনি।

স্বপন চক্রবর্তী সমকালের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, এইচএসসি পরীক্ষার পর আমি কিছুদিন আরএসকেএইচ ইনস্টিটিউশনে খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করি। মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার পর, বাড়ি ফিরলে স্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক আবদুল হাই মিঞা আমাকে দেখা করার জন্য খবর দেন। স্কুলে গেলে হাই স্যার আমাকে নির্জনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, 'স্বপন, তুই স্কুল থেকে চলে গেলে আমার স্কুল চলবে কেমন করে? ডাক্তারি পড়তেই হবে তোকে?'

স্যারের কথা উপেক্ষা না করে ডাক্তারি পড়া ছেড়ে শিক্ষকতায় ফিরে আসেন তিনি। ১৫ অক্টোবর ১৯৭৯ সালে তিনি যোগ দেন আরএসকেএইচ ইনস্টিটিউশনে সহকারী শিক্ষক হিসেবে। ১৯৮০ সালে তিনি এমপিওভুক্ত হন। পরে তিনি বিএসসি ও বিএড উত্তীর্ণ হন। ২০১০ সালে তিনি একই বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। মাত্র চার মাস পর চাকরি থেকে অবসরে যাবেন তিনি।

দীর্ঘ, উজ্জ্বল পথচলা : স্মৃতি হাতড়ে স্বপন কুমার চক্রবর্তী বলেন, '১৯৮৫ সালের আগস্টের কোনো এক শনিবার। স্কুলে যাওয়ার আগে পুকুরে গোসল করতে নামি। তাড়াহুড়া করতে গিয়ে শামুকে পা কেটে যায়। শুরু হয় প্রবল রক্তপাত। পুকুরের পাড়ে উঠে রক্ত দেখে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। জ্ঞান ফেরার পর সবাই স্কুলে যেতে নিষেধ করেন। তার পরও ১১টার কয়েক মিনিট আগেই ক্লাসে পৌঁছাই সেদিন।' এ রকম আরও অসংখ্য ঘটনার স্মৃতিচারণ করেন তিনি। তিনি বলেন, 'বাবা শিবনাথ চক্রবর্তী মারা যান ১৯৯৬ সালের ২১ জুন রাত সাড়ে ১১টার দিকে। সকালে বাবার শেষকৃত্য সম্পন্ন করে সময়মতোই স্কুলে গিয়ে পৌঁছাই।' এভাবে পুরনো দিনের নানা কথা বলতে বলতে স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েন তিনি। 'প্রথম সন্তানের জন্ম হয় বাড়িতে। সকালে স্কুলে আসার পর পরই ছেলে হওয়ার খবর পাই। কী যে আনন্দ হয়! ইচ্ছা হচ্ছিল তখনই ছুটে যাই; কিন্তু স্কুল তো খোলা। ক্লাস চলছে। আগে তো শিক্ষার্থীদের পাঠদান। তাই সেদিন বিদ্যালয় ছুটির পর গিয়ে দেখি নিজের ফুটফুটে ছেলেকে।'

স্কুলের জন্য একজীবন : মহম্মদপুর উপজেলা সদরে

এস এম রেজাউল করিম ও রসায়ন বিভাগের শিক্ষক শহিদুর রহমান সমকালকে বলেন, 'গণিত-বিজ্ঞানের পাশাপাশি সব বিষয়েই স্যারের অগাধ পাণ্ডিত্য রয়েছে। স্যারের অনুপ্রেরণা ও কার্যকরী পাঠদানের ফলেই আমরা এ পর্যায়ে আসতে পেরেছি।'

আপন ভুবনে স্বপন চক্রবর্তী : ব্যক্তিগত জীবনে স্ত্রী রেখা চক্রবর্তী ও তিন ছেলে নিয়ে স্বপন চক্রবর্তীর সংসার। তিন ছেলেই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বড় ছেলে শরদিন্দু চক্রবর্তী দর্শন নিয়ে, মেজো ছেলে সৌমিত্র চক্রবর্তী পরিসংখ্যান নিয়ে লেখাপড়া শেষ করেছেন। ছোট ছেলে শোভন চক্রবর্তী নাট্যতত্ত্ব বিষয়ের ছাত্র। ছেলেরাও বাবার মতো মেধাবী।

স্বপন চক্রবর্তীর স্ত্রী রেখা চক্রবর্তী বলেন, 'লোকে যখন তার প্রশংসা করে, তখন আমারও গর্ব হয়।'

সহকর্মীদের চোখে স্বপন কুমার : বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি হাবিবুর রহমান বলেন, 'স্বপন কুমার চক্রবর্তী এ জনপদের আলোর দিশারী। নিজের দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে তিনি সবার হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন।'

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক একেএম নাসিরুল ইসলাম বলেন, 'এটা আমার গর্ব যে, আমিও স্বপন স্যারের সরাসরি ছাত্র। তার মতো শিক্ষক এই যুগে দ্বিতীয়টি আছে কি-না জানা নেই।'